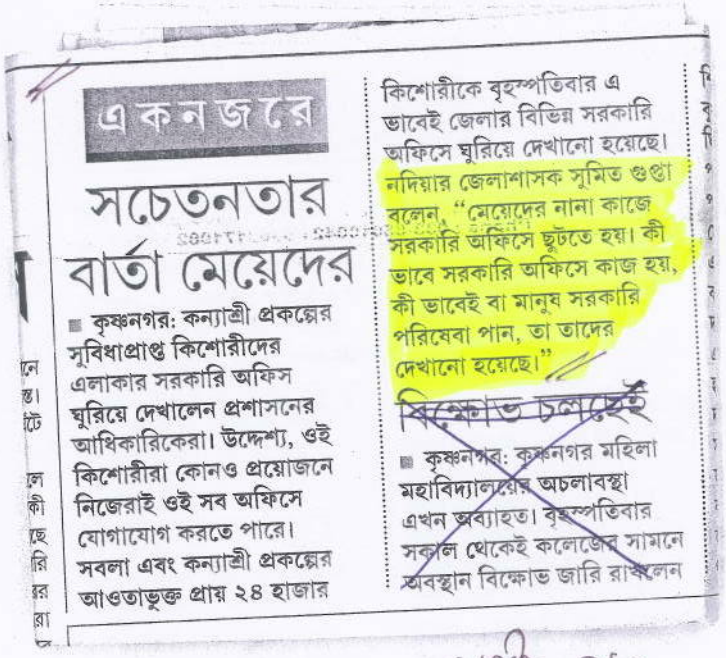

এক নজরে

সচেতনতার বার্তা মেয়েদের

কৃষ্ণনগর: কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত কিশোরীদের এলাকার সরকারি অফিস ঘুরিয়ে দেখালেন প্রশাসনের আধিকারিকেরা। উদ্দেশ্য, ওই কিশোরীরা কোনও প্রয়োজনে নিজেরাই ওই সব অফিসে যোগাযোগ করতে পারে। সবলা এবং কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রায় ২৪ হাজার কিশোরীকে বৃহস্পতিবার এ ভাবেই জেলার বিভিন্ন সরকারি অফিসে ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছে। নদিয়ার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, "মেয়েদের নানা কাজে সরকারি অফিসে ছুটতে হয়। কী ভাবে সরকারি অফিসে কাজ হয়, কী ভাবেই বা মানুষ সরকারি পরিষেবা পান, তা তাদের দেখানো হয়েছে।"

বিক্ষোভ চলছেই

কৃষ্ণনগর: কৃষ্ণনগর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অচলাবস্থা এখন অব্যাহত। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলেজের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ জারি রাখলেন

পাতা - ১৬

আনন্দবাজার পত্রিকা ২ রা সেপ্টেম্বর ১৬

Office of the Dist. Information & Cultural Officer, Nadia

ছাত্রীরা কথা বলছেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তার সঙ্গে। ছবি: প্রতিবেদক

জেলা প্রশাসন ছাত্রীদের দেখাল সরকারি কাজকর্ম

অমিতকুমার ঘোষ

কৃষ্ণনগর, ১ ডিসেম্বর— সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে পরিচিত করতে বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রীদের জেলার বিভিন্ন কার্যালয়ে নিয়ে গেল নদীয়া জেলা প্রশাসন। সেখানে তারা স্বচক্ষে দেখল বিভিন্ন সরকারি কাজকর্ম। তারা কেউ কন্যাশ্রীর অর্থ পেয়েছে আবার কেউ সবুজসাথী প্রকল্পের সাইকেল পেয়েছে। কিন্তু কোথায় এই প্রকল্পের অনুমোদনের কাজ হয় সে-সব তারা এদিন দেখতে পেল। কেউ কোনও পরিষেবা না পেলে বা কোনও সমস্যা হলে কোথায় জানাতে হবে তাও জানতে পারল তারা। সরাসরি কথা বলল সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে। সরকারি অফিস সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা বা ভীতি দূর করতেই মূলত এই পদক্ষেপ। জেলাশাসকের নির্দেশে জেলার প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রীদের নিয়ে এদিন বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে নিজেদের এলাকায় অফিসগুলি দেখানোর এই ব্যবস্থা করেছিল জেলার সুসংহত শিশু বিকাশ দপ্তর। জেলাশাসকের কার্যালয় থেকে শুরু করে মহকুমা শাসক, বি ডি ও, গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, থানা ইত্যাদি সব জায়গাতেই এক-একটি গ্রুপকে পাঠানো হয়েছিল। এদিন প্রায় ৫০ জনের একটি দলকে জেলাশাসকের সঙ্গেও দেখা করানো হয়। জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা তাদের সঙ্গে কথাও বলেন। তিনি তাদের কাছে দীপা কর্মকার, সানিয়া মির্জা, পি ভি সিন্ধু প্রমুখর সম্পর্কে জানতে চান। কথা হয় মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েও। জেলাশাসক প্রত্যেকের কাছ থেকে কার কী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে তা জেনে নিয়ে তার ব্যবস্থা করার জন্য শিশু বিকাশ আধিকারিকদের বলেন। একইভাবে কৃষ্ণনগরে অন্য দুটি দল জেলা পরিষদ ও পুলিস সুপারের কার্যালয়ে যায়। জেলার সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের পরিকল্পনা আধিকারিক অতনু শীল জানান, 'মূলত সরকারি কার্যালয় সম্পর্কে জড়তা দূর করতে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। জেলাশাসকের নির্দেশেই একই দিনে গোটা জেলায় এই কর্মসূচি নেওয়া হয়।

Office of the Dist. Information & Cultural Officer

আনন্দবাজার ২রা ডিসেম্বর ২০১৫